সমকাল

তারিখ 16 DEC 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

শিক্ষা খাতের দুর্নীতি রোধে মাঠে নামছে দুদক ও মন্ত্রণালয়

■ সাব্বির নেওয়াজ

কাল বৈঠক

শিক্ষা খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি রোধে দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে এবার মাঠে নামছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। করণীয় ঠিক করতে আগামীকাল রোববার বৈঠকে বসছেন দুই প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তারা। বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো এ সংক্রান্ত কর্মকৌশল নির্ধারণ করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। শিক্ষা খাতে নৈরাজ্য, প্রশ্নপত্র ফাঁস, নোট বা গাইড ও কোচিং বাণিজ্য, জাল সনদে চাকরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণে অনিয়ম, এমপিওভুক্তি,

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

শিক্ষা খাতের দুর্নীতি রোধে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

প্রকল্পের টাকা হরিলুট, নিয়োগ ও বদলি বন্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন গত বুধবার ৩৯ দফা সুপারিশ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে পাঠায়। এসব সুপারিশের ওপর ভিত্তি করেই আলোচনা হবে বলে দুদক ও মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা আফরাজুর রহমান সমকালকে বলেন, রোববার সকালে দুদক কার্যালয়ে এ বৈঠক হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মাহমুদুল ইসলাম সমকালকে বলেন, 'বৈঠক হবে সেটা জানি। তবে আলোচনার বিষয় জানি না।' মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, 'এ নিয়ে মন্ত্রণালয় কাজ করছে। আমি কিছু জানি না।'

বৈঠকে বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, দুদকের বর্তমান চেয়ারম্যান শিক্ষা খাতের দুর্নীতি বন্ধে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। এতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছুটা ইমেজ সংকটে পড়েছে। বিশেষ করে কোচিং বাণিজ্য, জাল সনদে চাকরি, কেনাকাটায় কমিশন নেওয়া, পছন্দের লোকদের কাজ পাইয়ে দেওয়া, বিভিন্ন প্রকল্পের গাড়ি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ব্যবহার, বদলি বাণিজ্যসহ কয়েকটি খাতে দুদকের স্পষ্ট বক্তব্যে বিব্রতবোধ করছেন কর্মকর্তারা। তাই নিজেদের তৎপরতা দেখাতে দুদকের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে চান তারা। ইতিমধ্যে দুদকের সুপারিশ অনুযায়ী রাজধানীর ৯৭ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ফাইল করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমিক শাখা।

গত বুধবার দুর্নীতি প্রতিরোধে গঠিত দুদকের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানিক টিমের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে প্রশ্নপত্র ফাঁস, নোট বা গাইড, কোচিং বাণিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ, এমপিওভুক্তি, নিয়োগ ও বদলিসহ বিভিন্ন দুর্নীতির উৎস এবং তা রোধে ৩৯ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এর মধ্যে রয়েছে, পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধে ৮টি সুপারিশ। সংস্থাটির পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে অদ্ভুত অন্ধকার গ্রাস করতে যাচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মকে। প্রশ্ন ফাঁসের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ সরকারি প্রেস (বিজি প্রেস), ট্রেজারি এবং পরীক্ষা কেন্দ্র। এ ছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানের কিছু অসাধু কর্মকর্তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে কোচিং সেন্টার, প্রতারক শিক্ষক ও বিভিন্ন অপরাধী চক্র। এ জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটিতে মেধাবী, সৎ ও মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষক বাছাইসহ ৮ দফা সুপারিশ করেছে দুদক।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাল সনদে চাকরি, নিয়ম-বহির্ভূত নিয়োগ, বিভিন্ন খাত সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ বিভিন্ন অনিয়ম বন্ধে দুদকের পক্ষ থেকে পাঁচটি সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুসারে প্রতি বছর নিয়োগের ব্যবস্থা নেওয়া, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পিএসসির আদলে কমিশন গঠন করা, জাল সার্টিফিকেটে যারা চাকরি নেয় তাদের বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, মন্ত্রণালয়ের নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের নিয়মিত বদলি ও পদায়ন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বই ছাপার কাজে বেশ কিছু স্তরে দুর্নীতি হয় উল্লেখ করে এসব দুর্নীতির উৎস বন্ধে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের টেন্ডার প্রক্রিয়া, বিভিন্ন কমিটি গঠন, পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি কতিপয় প্রকাশকের কাছে অননুমোদিতভাবে সরবরাহ, কোচিং বাণিজ্য প্রসারে বইয়ে তথ্য সংক্ষিপ্তকরণ এবং স্বনামে-বেনামে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া বন্ধ করতে বলা হয়েছে।

শিক্ষা অবকাঠামোর উন্নয়নে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে অতিরিক্ত ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাসহ আটটি বিষয়ে সুপারিশ করেছে দুদক। এর মধ্যে রয়েছে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া করা, নির্মাণ কাজ মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নাগরিক কমিটি গঠন, যেসব কর্মকর্তা নামে-বেনামে ঠিকাদারি কাজের সঙ্গে জড়িত, তাদের তালিকা তৈরি করে বিভাগীয় ব্যবস্থাসহ ফৌজদারি মামলা দায়ের করা, নির্মাণ কাজে মন্ত্রণালয় থেকে মনিটরিং করা ইত্যাদি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোন পথে পরিচালিত হবে, তার নিয়ন্ত্রক শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই মন্ত্রণালয়ের ঈর্ষণীয় সাফল্য থাকলেও বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস, কোচিং বাণিজ্যের প্রসার, নোট-গাইডের ব্যাপক প্রচলন, শিক্ষক বদলি ও পদায়নসহ বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে নেতিবাচক আলোচনায় মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমন কমিশনের আইন ও সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শুদ্ধাচার বিকাশে ছয়টি সুপারিশ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুসরণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন ও নিষ্পত্তিকরণ, নথি নিষ্পত্তি অযথা আটকে রেখে যারা দুর্নীতি করেন তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-১ পর্যন্ত পদগুলো ছাড়া অন্যান্য পদের বদলি ও পদায়ন সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর বা বিভাগীয় কার্যালয়ের ওপর অর্পণ করা, বিভিন্ন প্রকল্পের কেনাকাটা, গাড়ি ব্যবহার, অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণ, প্রশিক্ষণের নামে অর্থ ব্যয়ে অনিয়ম দূর করা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুসারে সনদপত্রের শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি এবং শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দিতেও বলেছে দুদক।